পাকস্থলীর পাতাকৃমি

(Paramphistomes, Rumen *fluckes*, conical *fluckes*)

ডা: মনোজিৎ কুমার সরকার

বিশ্বব্যাপি বিভিন্ন প্রজাতির পাকস্থলীর পাতাকৃমি দ্বারা গবাদিপশু আক্রান্ত হয়ে থাকে। প্রাপ্ত বয়স্ক এ কৃমি দেখতে গোলাপী-লাল বর্ণের এবং আকার নাশপাতির মত। ১৫ এমএম পর্যন্ত লম্বা হয়, যা রুমেন ও রেটিকুলামের দেয়ালে লেগে থাকে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক কৃমি ১-৩ এমএম লম্বা হয় যা ডিউডেনামে অবস্থান করে। ইলিয়াম এর (ileal musosal) দেয়ালে কৃমি শোষক দ্বারা আটকিয়ে থাকার কারণে মারাত্মক অন্ত্রপ্রদাহ এবং রক্তপাত ঘটিয়ে থাকে।

প্রাপ্ত বয়স্ক কৃমি স্পষ্টত তেমন রোগ লক্ষণ তৈরি করে না। তবে খুব বেশি পরিমাণে কৃমির অবস্থান অবশ্যই প্রতিরোধ করতে হবে। সাধারণত গরু বেশি আক্রান্ত হয়। মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হলে মৃত্যুর হার ৯০% এবং অধিক দেখে এ রোগ নির্ণয় করা যায়। পাকস্থলীর পাতাকৃমির নাম *Paramphistomum cervi* গ্রীষ্ম, শরৎ ও শীতকালের প্রারম্ভে এই কৃমির আক্রমণ বেশি হয়ে থাকে। ঐ সময় গুলিতে cercariae দ্বারা ঘাস সংক্রামিত হয়ে থাকে।

সকল বয়সে গরু, ছাগল, ভেড়া এবং বন্য রোমন্থনকারী প্রাণী আক্রান্ত হয়। তবে ১ বৎসরের কম বয়সের প্রাণী কম আক্রান্ত হয়। ট্রাপিক্যাল ও সাবট্রপিক্যাল দেশে এই কৃমি সংক্রমণ বেশি হয়। বাংলাদেশে প্রায় ৭০-৯০ ভাগ গরুর মধ্যে পাকস্থলীর পাতাকৃমি পাওয়া যায়।

জীবন চক্র

আক্রান্ত পশুর মলের সাথে কৃমির ডিম বেরিয়ে আসে। মাটিতে ডিম থেকে মিরাসিডিয়াম বের হয়। এইমিরাসিডিয়াম কয়েক প্রকার শামুকে প্রবেশ করে। শামুকের মধ্যে স্পোরোসিস্ট, রেডিয়া এবং পরে সারকেরিয়ায় পরিণত হয়। এই সারকারিয়ার সম্মুখে ও পশ্চাতে একটি করে সাকার থাকায় একে এমফিস্টোমও বলে। এই সারকারিয়া শামুক থেকে বের হয়ে জলজ উদ্ভিদ, ঘাস, ইত্যাদিতে লেগে যায় এবং মেটাসারকারিয়ায় পরিণত হয়।

সংক্রামিত ঘাস খাওয়ার মাধ্যমে এই মেটাসারকারিয়া অন্ত্রে চলে যায় এবং সেখানে পুনরায় সারকারিয়া বের হয়। সারকারিয়া অন্ত্রের ক্ষুদ্রান্তে ৩-৫ সপ্তাহ অবস্থান করার পর রেটিকুলাম হয়ে রুমেনে পৌছে ও সেখানেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করে। ৭-১৪ সপ্তাহ বয়সে তারা ডিম পাড়ে।

লক্ষণ

আক্রান্ত প্রাণির ক্ষুধামান্দ্য, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস, পানিশূন্যতা, উদাসীনভাব, চলা-ফেরায় দূর্বলতা, মারাত্মক পাতলা পায়খানা দেখা দেয়। থুতনির নীচে পানি জমা হতে পারে। মিউকোজা ফ্যাকাশে দেখাবে। ছোট বাছুর ও ভেড়া আক্রান্ত হয়ে মারা যেতে পারে বিশেষ করে লক্ষণ দেখা দেয়ার ১৫-২০ দিন পর মারা যায়। প্রাপ্ত বয়স্ক প্রাণীতে সংক্রমণের ক্ষেত্রে পশুর গুণ ও মান কমে যায়, রক্তশূন্যতা দেখা দেয়, চামড়া শুকিয়ে যায়, উৎপাদন কমে যায়। পশুর থুতনির নিচে পানি জমা হয়। এই ভাবে রোগ ভোগের কিছুদিন পর আক্রান্ত পশুর মৃত্যু ঘটতে পারে অথবা ধীরে ধীরে সেরে উঠতেও পারে।

রোগ নির্ণয়

রোগ লক্ষণ দেখে ও অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পশুর মল পরীক্ষা করে (মলে বড় আকারের পরিষ্কার, স্বচ্ছ, অপারকুলামযুক্ত ডিম দেখা যাবে) এই রোগ নির্ণয় করা যায়। তবে রোগ মারাত্মক আকার ধারণ করলে মল পরীক্ষা করে ডিম নাও পাওয়া যেতে পারে। Fluid পরীক্ষা করলে অপ্রাপ্ত বয়স্ক কৃমি পাওয়া যাবে। মৃত প্রাণীকে ময়নাতদন্ত করে রোগ নিশ্চিত হওয়া যায়।

চিকিৎসা

১। নিক্লোসামাইড ১০ এমজি/কেজি দৈহিক ওজন। বিথিওনাল ১৫

এমজি/কেজি দৈহিক ওজনের জন্য (শুধুমাত্র ভেড়ার ক্ষেত্রে কার্যকর)।

২। গরুর ক্ষেত্রে রেসোরান্টাল ৬৫ এমজি/কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ও অক্সিক্লোজানিড দিয়ে চিকিৎসায় প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক কৃমিতে ৯০% কার্যকরী।

৩। কার্বনটেট্রাক্লোরাইড এবং হেক্সক্লোরিলিথেন শুধুমাত্র প্রাপ্ত বয়স্ক কৃমির বিরুদ্ধে কার্যকর।

৪। ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে চিকিৎসা করানো উচিত।

প্রতিরোধ

১। যে সমস্ত এলাকায় প্রতিবৎসর পাকস্থলীর কৃমি সংক্রমণ ঘটে, সে এলাকায় নিয়মিত চিকিৎসা দিতে হবে। যাতে করে প্রাপ্ত বয়স্ক কৃমি ধ্বংস হয়ে যায়।

২। নীচু জলা ভূমি থেকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং শামুক নিধনের ব্যবস্থা করতে হবে। (মোলাক্সিসাইড ব্যবহার করে)।

তথ্যসূত্র:

১। The Merck vet. Manual.

২। The veterinary Medicine- Dc. Blood.

ডা: মনোজিৎ কুমার সরকার
উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার
গাইবান্ধা সদর, গইবান্ধা।
মোবাইল- ০১৭১৫-২৭১০২৬